চিন্তাযুদ্ধ

চিন্তাযুদ্ধ

উৎস। ইতিহাস। করণীয়।

মাওলানা ইসমাইল রেহান

মুফতি হারুনুর রশিদ অনূদিত
উসতাদ : ফাতাওয়া বিভাগ, জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
ইমাম ও খতিব : আন-নুর জামে মসজিদ, মীরহাজিরবাগ, ঢাকা

নাশাত

চিন্তাযুদ্ধ
মূল : মাওলানা ইসমাইল রেহান
অনুবাদ : মুফতি হারুনুর রশিদ

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০২৩

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭১২২৯৮৯৪১, ০১৮৪১৫৬৪৬৭১
nashatpub@gmail.com

অনুবাদস্বত্ব : সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ : ফয়সাল মাহমুদ
বানান : মুহাম্মদ ইবরাহীম

মূল্য : ২২০ (দুইশত বিশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

ভাষা ও চৈতন্যশিল্পের নিপুণ কারিগর
উসতাদে মুহতারাম হজরত মাওলানা
নেয়ামতুল্লাহ্ আল-ফরিদি
হাফিজাহুল্লাহর
দস্ত মোবারকে...

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي علي رسوله الكريم

পাঠকের হাতের বইটি ‘ন্যযরিয়্যাতি জ্যঙ কে উসুল’ গ্রন্থের ঝরঝরে সাবলীল এবং মূলানুগ বাংলা রূপ। বইয়ের মূল লেখক মাওলানা ইসমাইল রেহান। গবেষক ও চিন্তক গ্রন্থকার হিসেবে উর্দুভাষী পাঠকসমাজে এই মধ্যবয়সি মানুষটি নন্দিত এবং বরিত। ইসলামি ইতিহাস বিষয়ে ‘তারিখে উম্মতে মুসলিমা’ লিখে প্রশংসা কুড়িয়েছেন বিশ্ববরেণ্য আলিম ও ইসলামিক স্কলারদেরও। লেখকের মনোবাঞ্ছা অনুযায়ী ইতিহাসগ্রন্থটি তার শেষবিন্দু স্পর্শ করুক - দোয়া করি!

পরসমাচার-

ইসলাম তার সূচনালগ্ন থেকেই চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক হামলার শিকার হয়ে আসছে। সেই নববি যুগেও একমাত্র সত্য দীনের অনুসারী মুসলমানদেরকে স্বস্তির শ্বাস ফেলতে দেয়নি ইহুদি-খ্রিষ্টান মুশরিক ও মুনাফিক-জোট। কিন্তু তাদের মোকাবেলায় রাসুলুল্লাহ সা. উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন। এজন্য তাঁকে কোনোরূপ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে হত না। কারণ, তখন ছিল পুণ্যস্নাত ওহি-নাজিলের যুগ। ওরা যে চক্রান্তই করত, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার প্রিয় নবীকে সে সম্পর্কে দ্রুতই অবহিত করতেন।

ফলে নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তিস্বরূপ নাকানি-চুবানি কম খায়নি ওরা। লাঞ্ছনার খড়গে কেটে কুচি কুচি হয়েছে বারবার। তবু—কথায় আছে—‘স্বভাব যায় না মলে, খাছলত যায় না ধুলে’। ওরা বিদ্বেষ ও বৈরিতাবশত মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানামুখী ষড়যন্ত্র ও বুদ্ধিবৃত্তিক হামলা অব্যাহত রেখেছে। তারই জের ধরে খ্রিষ্টানরা বৈশ্বিক পরিসরে দশ-দশবার ক্রুসেডযুদ্ধও বাধিয়েছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে। কিন্তু তার মধ্যে আটবারই পরাজিত হয়ে তারা বুঝতে পারে, তাওহিদ-অন্তপ্রাণ বীর কেশরীদের বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে পেরে ওঠা সম্ভব নয়।

শেষমেশ সম্রাট নবম লুই (মৃত্যু ১২৭০) অন্তিমকালে পুরো খ্রিষ্টান জাতির উদ্দেশে একটি উপদেশনামা লিখিয়ে যান- তা আজও প্যারিসে সংরক্ষিত আছে—‘আমরা দীর্ঘদিন ধরে মুসলমানদের পরাজিত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত আছি। ক্রুসেডযুদ্ধের ধারাবাহিকতা যুগ যুগ ধরে চলছে। কিন্তু আমরা বিজয়ী হতে পারছি না। কারণ, মুসলমানদের আক্রমণ করার পর তাদের মধ্যে এমন চেতনার দাবাগ্নি জ্বলে ওঠে, যার প্রতিরোধ অসম্ভব হয়ে যায়। এই চেতনার আগুন প্রতিরোধ করার জন্য এখন অন্য উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা উচিত। আর তার কৌশল একটাই তা হল, তাদের মন-মস্তিষ্ক ও চিন্তার জগৎকে প্রভাবিত করতে হবে।’

এতদুদ্দেশ্যে তিনি চারটি পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেছেন। যা নিম্নরূপ :

১. মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা। তাদেরকে যতদূর সম্ভব ছোট ছোট টুকরায় ভাগ করে দেওয়া, যাতে তারা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে যায়।
২. মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাকে অস্থিতিশীল করে রাখা। আর এর জন্য ঘুস, দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য ও অশ্লীলতার প্রসার ও বিস্তার ঘটানো।
৩. দীন ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকে, এমন ইসলামি মূল্যবোধ ও ঈমানি চেতনায় পরিচালিত দেশপ্রেমিক সংগঠনগুলোকে সুসংগঠিত হতে না দেওয়া।
৪. এমন ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা, যা দক্ষিণে গাজা এবং উত্তরে এন্টিয়ক পর্যন্ত পৌঁছবে। আর পূর্ব দিকে তার সীমান্ত থাকবে ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত। (ড. ইসমাইল আলি মুহাম্মদকৃত 'আল-গাযউল ফিকরি': ২৯-৩০)

সেই থেকে সুপরিকল্পিতভাবে তারা ছক এঁকে এগোতে থাকে। প্রথমে তারা দীর্ঘ মেয়াদে শক্তি সঞ্চয়ে আত্মনিয়োগ করে। এরপর ইসলামি দেশ ও অঞ্চলগুলোতে অনৈক্য ও অস্থিতিশীলতার বীজ বোনে। এরপর সেসব স্থানে ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ইসলামি শাসনব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে। সবশেষে মুসলমানদের উপর পশ্চিমা আইন ও শিক্ষাব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে নিজেদের নীলনকশার ঘেরাটোপে আবদ্ধ করে ফেলে।

অতএব, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান আজ তাদের চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক হামলার ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। ঈমান, আকিদা ও আমলের স্পর্শকাতর বিষয়াদিকেও তামাশায় পরিণত করেছে। দীনি চেতনা ও মূল্যবোধ জলাঞ্জলি দিয়েছে। সবচেয়ে বড় কষ্ট ও যাতনার কথা হল, এই চিন্তাযুদ্ধের উপর্যুপরি এবং একতরফা হামলার অভিঘাতেই 'হুজুর মুসলমান' এবং 'অ-হুজুর মুসলমান' আজ দুই মেরুর দুই ভিন্ন সম্প্রদায়, যার অশুভ পরিণামে এই দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণির সন্তানেরা নামমাত্র মুসলমান থাকলেও তাদের তৃতীয় বা চতুর্থ প্রজন্ম অনেক ক্ষেত্রে ইসলামের গণ্ডি থেকেই বের হয়ে যাচ্ছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

কিন্তু আশার কথা হল, ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী আলিমগণ অতীতে যেমন, তেমনি বর্তমানে দীনের হেফাজতের লক্ষ্যে অবস্থানুকূল চেষ্টা-তদবির চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের দিকনির্দেশনায় দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও একদল মুখলিস 'দাঈ' মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় জাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছেন। এসবের শুভ পরিণামে সাধারণ মুসলিমরা জেগে উঠছেন। দীনি জাগরণের ঢেউ খেলছে তাদের দেহমনে। তারা কুরআন-হাদিস ও ইবাদত-অনুশীলনে মনোযোগী হচ্ছেন। ইসলামের গৌরবদীপ্ত ইতিহাস ও ঐতিহ্যপাঠে আগ্রহী হচ্ছেন। একইসাথে বৈরীপক্ষের স্নায়ুবিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক হামলার গতিপ্রকৃতি ও রূপরেখা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতেও অভিলাসী হয়ে উঠছেন। বস্তুত এগুলোর সবই আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তার সত্যদীন সংরক্ষণের ব্যাপারে কৃত প্রতিশ্রুতির দুর্দমনীয় স্ফুরণ মাত্র।

পাঠকের হাতের বইটি মুসলমানদেরকে তাদের শত্রুপক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক হামলার ব্যাপারে সতর্ক করতে এবং এর মোকাবেলায় সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করতেই লেখা হয়েছে। নিঃসন্দেহে বইটি লেখকের প্রাণান্তকর শ্রম ও সাধনাপুষ্ট অধ্যবসায়ের এক সুস্পষ্ট দলিল। এজন্য অবশ্যই তিনি দোয়া, প্রশংসা ও সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। আমিও এমন এক মূল্যবান বই অনুবাদ করতে পেরে আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে যারপরনাই শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

লেখক বইটি লিখেছেন মাধ্যমিক পর্যায়ের মাদরাসা ও স্কুল-ছাত্রদের পাঠ্যভুক্ত করার উপযোগী করে। তাদেরকে ইসলামবিরোধী বুদ্ধিবৃত্তিক ও চৈন্তিক ষড়যন্ত্রগুলোর সাথে পরিচিত করতে। শাস্ত্রটির সাথে তাদের একটা সখ্য গড়ে তুলতে। কিন্তু বিষয়বস্তুর বিবেচনায় আমাদের অঙ্গনে 'ফন'টি যেহেতু অভিনব, তাই বইটি কোথাও পাঠ্যভুক্ত করা হলে তিনি ভূমিকায় পরামর্শস্বরূপ বলেছেন, 'বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি পড়াতে গিয়ে মান্যবর শিক্ষকবৃন্দ যদি লেখকের ساحات الغزو الفكري এবং ثعابين الغزو الفكري বইদুটি সামনে রাখেন তাহলে ইনশাআল্লাহ খুব সহজ মনে হবে। এ ছাড়া নির্ঘণ্টে যেসব বইপত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা-ও অধ্যয়ন করা সম্ভব হলে ছাত্রদের বলা ও বোঝানোর ক্ষেত্রে বিস্তর উদাহরণও পাওয়া যাবে।

ইসলামি ভাবধারানির্ভর লব্ধপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকা এবং ম্যাগাজিনের প্রবন্ধ-নিবন্ধ বিশেষত সম্পাদকীয় পাতার কলামগুলোও আমাদের নিরীক্ষা ও চিন্তাভাবনার পরিধি বিস্তারে যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে।'

তবে, ২০ জানুয়ারি ২০১৭ সনে শুরু হওয়া অনুবাদকর্মটি ১৭ মে ২০১৮ সনে শেষ হলে অধম অনুবাদকের মনে হল, লেখকের পরামর্শ মোতাবেক অতসব বইপত্র ও মালমসলা জোগাড় করে বইটি পড়া বা পড়ানো ক'জনের পক্ষেই-বা সম্ভব হবে! তাই প্রথমত, নিজের প্রয়োজনে, দ্বিতীয়ত, সাধারণ পাঠকের কথা মাথায় রেখে অনুবাদে জরুরি টীকা সংযোজনের হিম্মত করে বসি। এরপর ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে দেশি-বিদেশি বইপত্র এবং বাংলা-ইংরেজি ও আরবি-উর্দু নেটদুনিয়া চষে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত টীকা হিসেবে অনুবাদগ্রন্থের পাতায় পাতায় যুক্ত করতে থাকি।

অবশেষে আল্লাহর মেহেরবানিতে ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সালে আমার শ্রমক্লিষ্ট এই অভিযানটি তার আপাত-লক্ষ্যমাত্রা স্পর্শ করে। আমি আশাবাদী, বইটির মূলভাষ্যে পাঠক পোলাও-কোরমার স্বাদ পেলে সংশ্লিষ্ট টীকাগুলোয় রকমারি সালাদেরও মজা উপভোগ করবেন। বলা যায়, অন্যান্য বইপত্রের সহযোগিতা না নিলেও পাঠককে বড় কোনো অতৃপ্তিতে ভুগতে হবে না। টীকাগুলো তার মনমস্তিষ্কে সরস স্বস্তি আনয়নে শীতের মিষ্টি রোদের মতই সুখদ মনে হবে। অতএব, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য। আর ভুলত্রুটি যা হয়েছে, তা অনুবাদকের।

বইটির প্রকাশ হয়তো আরো বিলম্ব হত; কিন্তু 'Empire shop'র স্বত্বাধিকারী মাওলানা মাহমুদ জাফর ভাইয়ের আন্তরিক চেষ্টাবশতই এটি তুলনামূলক দ্রুত আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে। ফাজাযাহুল্লাহু আহসানাল জাযা!

এখন সকল প্রস্তুতি শেষে 'চিন্তাযুদ্ধ' নামে বইটি প্রকাশিত হচ্ছে নাশাত পাবলিকেশন থেকে। নাশাতের কর্ণধার বন্ধু আহসান ইলিয়াস একজন সুহৃদ সুচিন্তক সুলেখক এবং প্রত্যয়দীপ্ত স্বপ্নবাজ আলেমে দীন। দোয়া করি, তার স্বপ্ন ও সাধনার এই প্রতিষ্ঠানটি ক্রমোন্নতি ধরে রাখুক। ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে ফুলে-ফলে ন্যুব্জ হোক। ডালপালা ছড়াতে থাকুক।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের নেক চেষ্টা ও মেহনতগুলো কবুল করুন। আমিন।

অনুবাদক

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي علي رسوله الكريم

বর্তমানে মুসলমানদের তাবৎ ভ্রান্ত গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে এক সর্বপ্লাবী এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত আগ্রাসনের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এই আগ্রাসন মোকাবেলায় বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই বা চিন্তাযুদ্ধ-বিষয়ক শাস্ত্রটি ধর্মীয় এবং বৈষয়িক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠ্যভুক্ত করা- অধুনা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। কতিপয় শিক্ষাঙ্গনের ব্যবস্থাপনা পর্ষদ উক্ত প্রয়োজনের কথা উপলব্ধিও করছেন। কিন্তু বাস্তবতা হল, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একাডেমিক বইপত্র নিতান্ত অপ্রতুল। এমনকি আমাদের ভাষায় নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না। ফলে আলোচ্য প্রয়োজনের ডাকে সাড়া দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ হয়ে উঠেছে। অধিকন্তু, বিষয়টির সাথে বনিবনা আছে, এমন শিক্ষকদের সংখ্যাও নেহায়েত কম। তা ছাড়া ছাত্রদের যখন আলোচ্য বিষয়ে পাঠদান করা হয় তখন উপযুক্ত কোনো পাঠ্যবই সামনে না থাকার দরুন তারা বিপাকে পড়ে যায়। একারণে লেখকের এই চেষ্টা ছিল যে, কাজটি যেন সহজ হতে সহজতর হয়ে ওঠে। এতদুদ্দেশ্যে 'ন্যযরিয়্যাতি জ্যঙ কে উসুল' (চিন্তাযুদ্ধের নীতিমালা) শিরোনামে শাস্ত্রটির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হচ্ছে। বস্তুত, পুস্তিকাটি আলোচ্য বিষয়ে লেখা অসংখ্য বইপত্রের সারনির্যাস। যাতে পাক-ভারত উপমহাদেশের পরিবেশ-পরিস্থিতির ব্যাপারে তুলনামূলক বেশি খেয়াল রাখা হয়েছে।

একবারের জন্য ছাত্রদের মাথায় আলোচ্য বিষয়ে একটা চিত্র এঁকে গেলে পরবর্তীতে পঠন ও অধ্যয়নের মাধ্যমে এক্ষেত্রে তারা সুবৃহৎ পরিসরে বুঝ-জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি পড়াতে গিয়ে মান্যবর শিক্ষকগণ যদি লেখকের ساحات الغزو الفكري এবং ثعابين الغزو الفكري বইদুটি সামনে রাখেন তাহলে ইনশাআল্লাহ! খুব সহজ মনে হবে। এ ছাড়া নির্ঘণ্টে যেসব বইপত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাও অধ্যয়ন করা সম্ভব হলে ছাত্রদের বলা ও বোঝানোর ক্ষেত্রে বিস্তর উদাহরণও পাওয়া যাবে।

ইসলামি ভাবধারা-নির্ভর লব্ধপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের প্রবন্ধ-নিবন্ধ, বিশেষত সম্পাদকীয় পাতার কলামগুলোও আমাদের নিরীক্ষা ও চিন্তার পরিধি বিস্তারে যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে।

আল্লাহর সকাশে প্রার্থনা, তিনি আমার এই শ্রম যেন ব্যাপকভাবে কবুল করে নেন। দীনি মাদরাসা এবং জাগতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেও যেন শাস্ত্রটির পঠন-পাঠনের রীতি প্রসার লাভ করে। এর ফলে চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিমণ্ডলে আমাদের একেকজন ছাত্র ইসলামের অমিততেজা সিপাহি হয়ে উঠুক; এটাই কামনা করি।

ইসমাইল রেহান
২০ শাবান ১৪৩১
৩১ জুলাই ২০১০

সূচিপত্র

চিন্তাযুদ্ধের পরিচয়
চিন্তাযুদ্ধের সাধারণ সংজ্ঞা : ২৩
লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য : ২৩
আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য : ২৩
চিন্তাযুদ্ধশাস্ত্রের সংজ্ঞা : ২৩
চিন্তাযুদ্ধশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় : ২৪
চিন্তাযুদ্ধশাস্ত্রের গুরুত্ব : ২৪
সশস্ত্র লড়াই ও চিন্তাযুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য : ২৪
চিন্তাযুদ্ধের ইতিহাস : ২৫
মুসলমানদের জবাবি কর্মপন্থা : ২৫
খেলাফতে রাশেদার যুগে চিন্তাযুদ্ধ : ২৬
উমাইয়া ও আব্বাসি খেলাফত আমলে : ২৭
চৈন্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক হামলাকারীদের ব্যর্থতার কারণসমূহ : ২৮
ক্রুসেডযুদ্ধ : ৩০
ক্রুসেডের সংজ্ঞা : ৩০
যুগে যুগে ক্রুসেড : ৩০
ক্রুসেডযুদ্ধের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য : ৩০
প্রথম ক্রুসেড : ৩১
ইমামুদ্দীন জিনকি : ৩১
নুরুদ্দীন জিনকি এবং দ্বিতীয় ক্রুসেড : ৩১
সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবি এবং তৃতীয় ক্রুসেড : ৩২
চতুর্থ ক্রুসেড : ৩২
পঞ্চম ক্রুসেড : ৩২
ষষ্ঠ ক্রুসেড : ৩২
সপ্তম ক্রুসেড এবং সুলতান বাইবার্স : ৩৩
অষ্টম ক্রুসেড : ৩৩
সেন্ট লুইস : ইউরোপে চিন্তাযুদ্ধের প্রতিষ্ঠাতা : ৩৩
প্রথম অধ্যায় : চিন্তাযুদ্ধের ক্ষেত্রসমূহ : ৩৫
প্রথম পরিচ্ছেদ : প্রাচ্যতত্ত্ব : ৩৭
আভিধানিক অর্থ : ৩৭
প্রাচ্যতত্ত্বের পারিভাষিক অর্থ : ৩৭
প্রাচ্যতত্ত্ববিদ : ৩৭
প্রাচ্যতত্ত্বের ইতিহাস : ৩৮
উৎস যুগ (প্রথম হিজরি- সাতশ হিজরি) : ৩৮

দ্বিতীয় যুগ (খ্রিষ্টীয় তের শতাব্দী - আঠার শতাব্দী) : ৩৯
তৃতীয় যুগ (১৮০১-১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ) : ৪০
চতুর্থ যুগ (১৯২৫-১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দ) : ৪০
পঞ্চম যুগ (১৯৭৩ - বর্তমানকাল) : ৪০
মার্কিন প্রাচ্যতত্ত্ব : ৪১
প্রাচ্যতত্ত্ব চর্চার রূপরেখা : ৪১
প্রাচ্যতাত্ত্বিক তৎপরতা : ৪১
এক. ক্রুসেডীয় তৎপরতা : ৪২
দুই. রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা : ৪২
তিন. প্রতিরক্ষামূলক তৎপরতা : ৪৪
চার. বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক তৎপরতা : ৪৪
পাঁচ. বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতা : ৪৪
প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের দুটি বিশেষ লক্ষ্য : ৪৪
১. ইসলামি আকিদা ও শরিয়তের বিলুপ্তি সাধন : ৪৪
২. পাশ্চাত্যজগৎ থেকে ইসলাম ধর্মকে দূরে রাখা : ৪৪
প্রাচ্যতত্ত্বীয় প্রচারমাধ্যম : ৪৫
এক. প্রত্যক্ষ প্রচারমাধ্যম : ৪৫
দুই. পরোক্ষ প্রচারমাধ্যম : ৪৫
প্রাচ্যবিদদের কর্মপদ্ধতি এবং গবেষণার মূল্যমান : ৪৫
প্রাচ্যবিদদের সাফল্যের কারণ : ৪৫
প্রাচ্যতত্ত্বচর্চার আলোচ্য বিষয় : ৪৬
প্রাচ্যতত্ত্বের মোকাবেলা : পথ ও পন্থা ৪৬
কতিপয় প্রসিদ্ধ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ : ৪৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - সাম্রাজ্যবাদ : ৪৯
সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারার উৎস : ৪৯
ইসলামি বিশ্বের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টা : সূচনাকাল : ৪৯
বাতিলপন্থিদের ব্যর্থতার কারণ : ৫১
আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক পরাজয়ের যুগ : ৫১
পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী উন্মাদনার গোড়ার কথা : ৫১
ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী উৎকর্ষের যুগ : ৫২
প্রথম যুগ : অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বনির্ভরতা অর্জন : ৫৩
দ্বিতীয় যুগ : ইসলামি বিশ্বে অর্থনৈতিক এবং সামরিক অবরোধ প্রতিষ্ঠা : ৫৪
তৃতীয় যুগ : বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে আধিপত্য অর্জন : ৫৫
চতুর্থ যুগ : ইসলামি বিশ্বে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা : ৫৫
পঞ্চম যুগ : ইসলামি খেলাফতের উচ্ছেদ সাধন : ৫৮
পুনঃখেলাফত প্রতিষ্ঠা-চিন্তার উচ্ছেদসাধন : ৬১
ষষ্ঠ যুগ : ইসলামি বিশ্বকে টুকরো টুকরো করার পরিকল্পনা গ্রহণ : ৬২

বিভেদ জিইয়ে রাখার কূটকৌশল : ৬২
সপ্তম যুগ : মুসলিমদুনিয়ার স্বকীয়তা বিলুপ্তকরণ : ৬৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ - বিশ্বায়ন : ৬৫
মার্কিন ও ইহুদিবাদী সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রাচ্যতত্ত্ব : ৬৫
বিশ্বায়নের মূল টার্গেট ইসলাম কেন : ৬৫
বিশ্বায়নের চার ক্ষেত্র : ৬৫
রাজনৈতিক বিশ্বায়ন : ৬৫
নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার : ৬৬
অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন : ৬৭
প্রথম পদক্ষেপ : স্বর্ণের উপর মজুদদারি প্রতিষ্ঠা : ৬৭
দ্বিতীয় পদক্ষেপ : আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান : ৬৭
তৃতীয় পদক্ষেপ : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা : ৬৭
চতুর্থ পদক্ষেপ : মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা : ৬৮
অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের প্রভাব ও ক্ষতিসমূহ : ৬৮
সভ্যতা এবং সংস্কৃতিনির্ভর বিশ্বায়ন : ৬৮
সমাজ-আগ্রাসী বিশ্বায়ন : ৬৯
সমাজ-আগ্রাসী বিশ্বায়ন এবং জাতিসংঘ : ৬৯
জাতিসংঘ কনফারেন্স : ৬৯
কায়রো কনফারেন্স : ৬৯
বেইজিং কনফারেন্স : ৭০
বিশ্বায়নের মোকাবেলায় করণীয় : ৭০
চতুর্থ পরিচ্ছেদ - ধর্মান্তরকরণ ও মিশনারি তৎপরতা : ৭১
আত-তানসির-এর সংজ্ঞা : ৭১
আত-তানসির-এর ইতিহাস : ৭১
বলপূর্বক খ্রিষ্টবাদে দীক্ষিত করার আন্দোলন : ৭১
প্রচার ও প্রেরণামুখী খ্রিষ্টবাদে দীক্ষিত করার আন্দোলন : ৭২
ভারতবর্ষে মিশনারি তৎপরতার ইতিহাস : ৭২
কতিপয় অত্যুৎসাহী খ্রিষ্টধর্মীয় মিশন : ৭৪
খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিতকরণের বিভিন্ন স্তর : ৭৯
খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিতকরণের উপকরণ : ৭৯
মুসলমানদের তিনটি দুর্বলতা : ৮১
মিশনারিদের বিশেষ লক্ষ্যসমূহ : ৮১
মিশনারিদের প্রতি নির্দেশনা এবং তাদের প্রশিক্ষণ সিলেবাস : ৮১
মিশনারিদের মোকাবেলায় আমাদের করণীয় : ৮২
চিন্তাযুদ্ধ আন্দোলন : ৮৪
সেকুলারিজম :
সেকুলারিজমের মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য : ৮৪

চিন্তাযুদ্ধ

সেকুলারিজমের তিনটি মারণঘাতী অস্ত্র : ৮৫
মডার্নিজম বা আধুনিকতাবাদ : ৮৫
চিন্তাযুদ্ধে বিরোধীপক্ষের উপায়-উপকরণ : ৮৫
১. শিক্ষাব্যবস্থা : ৮৬
প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার কিছু গর্হিত দিক : ৮৬
শিক্ষাব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণপ্রতিষ্ঠা : ৮৭
প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ফল : ৮৭
২. মিডিয়া : ৮৭
দুই প্রকার মানুষ এবং মিডিয়ার সংশয় ও রিপুতাড়নার জাল : ৮৮
ইহুদি লবি এবং মিডিয়া : ৮৮
৩. জ্ঞান ও তথ্যোপকরণ : ৮৮
৪. রাজনৈতিক অঙ্গন : ৮৯
৫. আইনব্যবস্থা : ৮৯
৬. জীবিকা ও বাণিজ্য : ৯০
৭. জনকল্যাণমূলক সেবাসংস্থা : ৯০
৮. আধুনিকমনা ইসলামি চিন্তাবিদ : ৯০
৯. বিনোদনশিল্প : ৯১
১০. সাহিত্য : ৯১
১১. আমোদফুর্তি ও খেলাধুলা : ৯১
১২. সাংস্কৃতিক হিরো : ৯১
১৩. আঞ্চলিক সভ্যতা-সংস্কৃতি : ৯১
১৪. স্বদেশ ও জাতিগত সাম্প্রদায়িকতা : ৯১
১৫. যোগ্য নেতৃত্ব হতে ফিরিয়ে রাখা : ৯১
১৬. নারী স্বাধীনতা : ৯২
নারী স্বাধীনতা বাস্তবায়নের নীলনকশা : ৯২
হুদা শারাবি : ৯৩
পর্দাহীনতার পাঁচ পর্ব : ৯৩
পর্দাহীনতার ক্ষতি : ৯৪
পশ্চিমা নারীদের শেষ অর্জন : ৯৪
প্রতিকারের রূপরেখা : ৯৫
আমাদের দুর্বলতা : ৯৫
আমাদের শক্তি : ৯৬
শত্রুদের দুর্বল দিক : ৯৬
কর্মপদ্ধতি : ৯৬
আমাদের লক্ষ্য নির্ণয় : ৯৬
কর্মীদের আবশ্যক গুণাবলি : ৯৭
কাদের উপর কাজ করতে হবে? : ৯৭

আমাদের কর্মক্ষেত্র : ৯৮
আমাদের প্রতিরোধ-সরঞ্জাম কী হওয়া উচিত? : ৯৮
আমাদের শক্তিসঞ্চয়ের অবলম্বন (আমাদের ঘাঁটিসমূহ) : ৯৮
দ্বিতীয় অধ্যায় : বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ
হিন্দুধর্মমত : ১০১
হিন্দুধর্মের পরিচয় : ১০১
হিন্দুধর্মে ঈশ্বরধারণা : ১০২
মৌলিক বিশ্বাস : ১০২
১. ঈশ্বরে বিশ্বাস : ১০৩
হিন্দুদের প্রধান দেবতা : ১০৩
২. বেদসমূহে বিশ্বাস : ১০৩
বেদ : ১০৪
পুরাণ : ১০৪
মহাভারত : ১০৪
ভগবদ্গীতা : ১০৪
রামায়ণ : ১০৪
গ্রন্থগুলোর নির্ভরযোগ্যতা : ১০৪
৩. পুনর্জন্ম বা জন্মান্তর্বাদ : ১০৫
উৎসব ও পূজা-পার্বণ : ১০৫
দেওয়ালি, দীপাবলি ও লক্ষ্মীপূজা : ১০৬
হোলি : ১০৬
বাসন্তী উৎসব : ১০৬
সতীদাহ : ১০৭
ভেঁট বা বলি : ১০৭
হিন্দুধর্মের ইতিহাস : ১০৮
বর্ণবৈষম্য : ১০৮
মনু সংহিতা : ১০৯
হিন্দুদের ধর্মীয় প্রতীকসমূহ : ১১০
হিন্দুধর্মের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব : ১১০
হিন্দুত্ববাদী মিডিয়ার আগ্রাসন : ১১১
ইসলাম ত্যাগের ফেতনা : ১১১
বৌদ্ধমত : ১১৩
বৌদ্ধধর্মের মর্মবাণী : ১১৩
বৌদ্ধধর্মীয় সম্প্রদায় : ১১৩
হীনযানী সম্প্রদায় : ১১৩
মহাযানী সম্প্রদায় : ১১৪
ইহুদিবাদ এবং ইহুদি সম্প্রদায় : ১১৫

চিন্তাযুদ্ধ

ইহুদি শব্দের সংজ্ঞা : ১১৫
ইহুদিদের আকিদা-বিশ্বাস : ১১৫
ইহুদিদের মৌলিক ইবাদত ও আমল : ১১৫
ইহুদিজাতির ইতিহাস ১১৬
হজরত মুসা-পরবর্তী যুগ : ১১৬
বিচারকমণ্ডলীর যুগ : ১১৬
শাসকমণ্ডলীর যুগ : ১১৭
শাসন-বিভক্তির যুগ : ১১৭
বাবেলের বন্দিগণ : ১১৭
মুক্তিলাভের যুগ : ১১৮
গ্রিস এবং রোমের অধীনতা : ১১৯
লাঞ্ছনা এবং হীনম্মন্যতার যুগ : ১২০
ইহুদিজাতি : ইসলামের সূচনাপর্ব থেকে বর্তমানকাল : ১২০
বর্তমান ইহুদিদের বংশপরিচয় : ১২১
ইহুদিধর্মের উৎস : ১২২
এক. তাওরাত : ১২২
তাওরাতে আল্লাহ-সংক্রান্ত আকিদা : ১২২
তাওরাতে নবীদের ব্যাপারে আকিদা : ১২২
তাওরাতে আখিরাত বিষয়ক আকিদা : ১২৩
দুই. তালমুদ : ১২৩
তালমুদ হতে কতিপয় উদ্ধৃতি : ১২৪
অপরাপর জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে আকিদা : ১২৪
বিশ্ববিজয় সম্পর্কে আকিদা : ১২৪
খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে আকিদা : ১২৪
তিন. কাব্বালা : ২২৫
কাব্বালার উদ্দেশ্যাবলি : ২২৫
প্রটোকলস : ১২৬
কী আছে এই প্রটোকলে : ১২৬
ইহুদি সংগঠন ও আন্দোলন : ১২৭
এক. টেম্পলারস : ১২৭
দুই. ফ্রিম্যাসনরি : ১২৮
এক. জায়ানবাদের সংরক্ষণ এবং বিজয় : ১২৯
দুই. অপরাপর ধর্মের বিরোধিতা : ১২৯
তিন. ধর্মহীনতা ধর্মদ্রোহিতা এবং নৈরাজ্যের ব্যাপক প্রচার : ১২৯
ফ্রিম্যাসনরির ইতিহাস : ১২৯
ফ্রিম্যাসনরিতে যোগদানের হেতু : ১৩১
তিন. ইলুমিনাতি সংগঠন : ১৩১

ইহুদি আন্দোলনসমূহ : ১৩২
১. ইহুদিবাদ : ১৩২
২. ইলিয়া আন্দোলন : ১৩৫
প্রকাশ্য সংগঠনসমূহ : ১৩৯
১. বিনি বার্থ সোসাইটি : ১৩৯
২. লায়ন্স ক্লাব : ১৩৯
৩. রোটারি ইন্টারন্যাশনাল : ১৩৯
জায়ানবাদী ক্ষমতাবিস্তারের আন্তর্জাতিক সংগঠন : ১৩৯
১. জাতিপুঞ্জ : ১৩৯
২. জাতিসঙ্ঘ : ১৪০
খ্রিষ্টবাদ : ১৪১
খ্রিষ্টবাদের পরিচয় : ১৪১
খ্রিষ্টবাদের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস : ১৪১
এক. ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস : ১৪১
দুই. যিশুর ঈশ্বরপুত্র হওয়ার আকিদা : ১৪২
তিন. 'দেহান্তরবাদ' তথা ঈশ্বর কর্তৃক মানবদেহে অনুপ্রবেশের বিশ্বাস : ১৪২
চার. যিশুর শূলীতে দণ্ডিত হওয়ার বিশ্বাস : ১৪২
পাঁচ. যিশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাস : ১৪২
ছয়. কাফফারায় বিশ্বাস : ১৪২
খ্রিষ্টধর্মের দালিলিক উৎস : ১৪৩
এক. ওল্ড টেস্টামেন্ট (পুরাতন নিয়ম) : ১৪৩
দুই. নিউ টেস্টামেন্ট (নতুন নিয়ম) : ১৪৩
বর্তমান ইনজিল চতুষ্টয়ের মানগত মর্যাদা : ১৪৪
খ্রিষ্টধর্মীয় উপাসনা ও প্রথা-পার্বণ : ১৪৬
প্রচলিত খ্রিষ্টধর্মের ভিত্তি : ১৪৭
খ্রিষ্টধর্মের ইতিহাস : ১৫০
খ্রিষ্টীয় ইতিহাসের তিন যুগ : ১৫১
অন্ধকার যুগের প্রথমার্ধ : ১৫২
অন্ধকার যুগের দ্বিতীয়ার্ধ : ১৫৩
জন হাস এবং জেরোমের সংস্কারমূলক তৎপরতা : ১৫৩
খ্রিষ্টধর্মের সংস্কার আন্দোলন : ১৫৩
যুক্তি-প্রবণতার যুগ : ১৫৪
প্রগতিবাদ : ১৫৫
প্রতি-সংস্কার আন্দোলন : ১৫৫
জেসুয়েট সোসাইটি আন্দোলন : ১৫৬
প্রাচীন ধর্মমত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন : ১৫৬
একুশ শতকে খ্রিষ্টীয় চার্চ : ১৫৬

চিন্তাযুদ্ধ

সমকালীন মতবাদসমূহ : ১৫৭
বস্তুবাদী দর্শনের হামলা : ১৫৭
দর্শনের পরিচয় : ১৫৭
দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস : ১৫৭
১. গ্রিক যুগ : ১৫৮
দার্শনিকদের বিভ্রান্তি : ১৫৯
২. রোমান যুগ : ১৬০
৩. মধ্যযুগ : খ্রিষ্টধর্মের উত্তরণকাল : ১৬০
৪. বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণ আন্দোলন বা জাগরণের দ্বিতীয় যুগ : ১৬০
৫. যুক্তিপ্রবণতার যুগ : ১৬১
৬. শিল্পবিপ্লবের যুগ : ১৬২
৭. কপট বিশ্বাস এবং নানাবিধ অলীক মতাদর্শের যুগ : ১৬২
৮. ইসলামের পুনর্জাগরণ : একবিংশ শতাব্দী : ১৬৩
পাশ্চাত্য-সৃষ্ট বিকল্প জীবন-ব্যবস্থা : ১৬৪
এক. মানববাদ : ১৬৪
দুই. আলোকায়ন আন্দোলন : ১৬৪
তিন. রোমান্টিকতাবাদ : ১৬৫
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা সেকুলারিজম : ১৬৬
উদারনীতিবাদ/লিবারেলিজম) : ১৬৬
সম্ভোগবাদ/কমিউনিটারিয়ানিজম : ১৬৬
দেশনির্ভর জাতীয়তাবাদ : ১৬৮
বংশনির্ভর জাতীয়তাবাদ : ১৬৮
সমাজতন্ত্র/সোশালিজম : ১৬৮
পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্র : ১৬৮
পুঁজিবাদ বা ক্যাপিটালিজম : ১৬৮
সমাজতন্ত্র বা সোশালিজম : ১৬৯
সমাজতন্ত্রের পরিচয় : ১৬৯
সমাজতন্ত্রের প্রবর্তক : ১৬৯
সোশালিজম এবং কমিউনিজমের মধ্যে পার্থক্য : ১৭০
সোশালিজমের প্রদর্শনীমূলক এবং প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য : ১৭০
ইসলামি সোশালিজম : ১৭১
সারকথা : ১৭১

চিন্তাযুদ্ধের পরিচয়

পৃথিবীতে দুই রকম যুদ্ধের প্রচলন রয়েছে :

এক. যাতে সৈন্যসামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র ও ভয়ঙ্কর যুদ্ধসরঞ্জাম নিয়ে লড়াই করা হয়।

দুই. যাতে রক্তপাত সংঘটিত হয় না; কিন্তু লালিত বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর হামলা চালানো হয়। যুদ্ধের এই দ্বিতীয় প্রকারকেই চিন্তাযুদ্ধ বা বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই নামে অভিহিত করা হয়।

চিন্তাযুদ্ধের সাধারণ সংজ্ঞা

প্রথম সংজ্ঞা :

هو الغزو بالوسائل غير العسكرية

যে যুদ্ধে গতানুগতিক যুদ্ধাস্ত্র পরিহার করে অপর কোনো মাধ্যম অবলম্বন করে লড়াই করা হয়, তাকে চিন্তাযুদ্ধ বলে।

দ্বিতীয় সংজ্ঞা :

هو اسلوب جديد للغزو ضد المسلمين بعد هزائم متكررة

মুসলিমবিরোধী যুদ্ধের এমন এক অভিনব পদ্ধতিকে চিন্তাযুদ্ধ নামে অভিহিত করা হয়, যা উপর্যুপরি পরাজয়ের পর অবলম্বন করা হয়েছে।

লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

ইসলামের শত্রুরা চায়, কোনো জাতি বা সম্প্রদায়কে বুদ্ধি ও চেতনাগতভাবে নিষ্প্রাণ বানিয়ে তাদেরকে নিজেদের মতো করে গড়ে তুলতে। আর এটাই তাদের চিন্তাযুদ্ধের মূল লক্ষ্য।

আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের অগ্রগণ্য লক্ষ্য হবে, আত্মরক্ষামূলক যোগ্যতা অর্জন করা। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের লক্ষ্য হবে, বিরোধীপক্ষের চৈন্তিক হামলার জবাবি ভূমিকা পালনেও সক্ষমতা অর্জন করা।

চিন্তাযুদ্ধশাস্ত্রের সংজ্ঞা

যে শাস্ত্রে বিরুদ্ধবাদীদের বুদ্ধি ও চিন্তাগত হামলার ধরন-প্রকৃতি একেবারে গভীর থেকে যাচাই করে দেখা হয়, তা হতে বাঁচতে প্রতিরক্ষার কৌশল উদ্ঘাটন করা হয় এবং বৈরী দলকে বাকরুদ্ধকর জবাব প্রদানের পথ ও পন্থা নিয়ে চিন্তাগবেষণা করা হয়, তাকে চিন্তাযুদ্ধশাস্ত্র নামে অভিহিত করা হয়।

চিন্তাযুদ্ধশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়

যেসব মাধ্যম ও উপকরণ সহযোগে কোনো সম্প্রদায়ের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন সাধন করা যায়, তা-ই এই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় বলে গণ্য।

চিন্তাযুদ্ধশাস্ত্রের গুরুত্ব

অধুনা সমস্ত বৈশ্বিক শক্তি সম্মিলিতভাবে নিজেদের সকল সাজ-সরঞ্জামসহ মুসলমানদের বিরুদ্ধে সামরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক- উভয় দিক থেকে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। একারণে মুসলমানরা এই শাস্ত্র অধ্যয়নের ঠিক ততটাই মুখাপেক্ষী, প্রতিরক্ষার প্রশ্নে সৈন্য ও অস্ত্রাদির যতটা প্রয়োজন হয়ে থাকে।

সশস্ত্র লড়াই ও চিন্তাযুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য

সশস্ত্র লড়াই ও চিন্তাযুদ্ধের মধ্যে কয়েক দিক থেকে বড় রকমের পার্থক্য রয়েছে।

১. সশস্ত্র যুদ্ধে শত্রু হয় চেনাজানা এবং সম্মুখে থাকে। পক্ষান্তরে বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধে শত্রু হয় অজ্ঞাত। যারা হামলা চালায় পর্দার অন্তরাল থেকে।

২. সশস্ত্র যুদ্ধে শত্রুদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য গোপন থাকে না। আর বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধে তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকে চোখের আড়ালে।

৩. সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালিত হয় মানুষ, ভবনাদি এবং সৈনিকদের কলাকৌশলের উপর। এতে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়, তা একান্তই বস্তুগত। আর বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধে আক্রমণ করা হয় মন-মস্তিষ্ক এবং ধ্যানধারণার উপর। এতে যে ক্ষতি হয় তা মতাদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গিগত। যারপর আবশ্যিকভাবে বৈষয়িক ক্ষতিও সংঘটিত হয়।

বোঝা গেল, চিন্তা বা বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই সামরিক যুদ্ধের চেয়ে অধিক প্রভাব বিস্তারক ধ্বংসাত্মক এবং কার্যকারিতায় দুর্বার হয়ে থাকে।

চিন্তাযুদ্ধের ইতিহাস

চিন্তা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের ইতিহাস ততটাই পুরোনো, যতটা হক-বাতিলের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের। আল্লাহর সাথে তার বান্দাদের সম্পর্ক ছিন্ন করবার চক্রান্ত আদি পিতা আদম আ.-এর সৃষ্টির সময় থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। নবী-রাসুলদের শত্রুরা তাদের দাওয়াতি মিশনের বিরোধিতায় হরেকরকম চৈন্তিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক হাতিয়ার অব্যাহতভাবে পরখ করে গেছে।

যখন রাসুলুল্লাহ নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন তখনও এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত পূর্ণ সাজসরঞ্জামসহ ময়দানে নেমে আসে। এতদুদ্দেশ্যে মক্কি যুগে কাফেররা যেসব অপকৌশল অবলম্বন করেছিল, তার কয়েকটি নিম্নরূপ-

১. পরামর্শসভা প্রতিষ্ঠা করা।
২. সত্যের পয়গাম বাধাগ্রস্ত করতে গণমানুষকে প্ররোচিত এবং সংশয়গ্রস্ত করে তোলা।
৩. মিথ্যা দুর্নাম রটিয়ে যাওয়া।
৪. ভর্ৎসনা করা।
৫. উপহাস করা।
৬. মন্দ উপাধি দিয়ে তার প্রসার ঘটানো।
৭. হতোদ্যম করতে ভাষণ-বক্তৃতা প্রদান করা।
৮. উদ্ভট দাবি-দাওয়া পেশ করা।
৯. মুসলমানদের উপর মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে যাওয়া।
১০. বংশীয় চাপ এবং হুমকি-ধমকি প্রদান করা।
১১. নেতৃত্ব ধনদৌলত এবং রূপসী নারীর লালসা প্রদর্শন করা।
১২. সমঝোতার প্রস্তাব পেশ করা।
১৩. সামাজিকভাবে বয়কট করা।
১৪. প্রোপাগান্ডা ও হট্টগোল বাধিয়ে দেওয়া।
১৫. দেশান্তরিত করা। ইত্যাদি।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে দেখা যাবে, প্রত্যেক যুগেই বাতিলপন্থিরা নিত্যনতুন পন্থায় চক্রান্ত-প্রতারণা এবং জুলুম-নির্যাতনের এই পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করত।

মুসলমানদের জবাবি কর্মপন্থা

এসবের মোকাবেলায় মুসলিম দের আত্মরক্ষা ও জবাবি কর্মপন্থা তিনটি অংশে বিভক্ত ছিল।

১. স্রষ্টার সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করা।
২. সৃষ্টির কল্যাণকামিতায় নিষ্ঠা অর্জন করা।
৩. নিজেকে ইলমি এবং আমলি পরিপালনে নিয়োজিত রাখা।

মাদানি যুগে কাফেরদের পক্ষ থেকে চার ধরনের চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক হামলার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১. সমসাময়িক প্রচারমাধ্যম তথা কবিতা ও ভাষণ-বক্তৃতার আশ্রয় নেওয়া।
২. (অনর্থক) তর্ক বাধিয়ে দেওয়া।
৩. মুনাফেকি অর্থাৎ মিথ্যা মুসলিম-পরিচয় ধারণ করা।
৪. গুপ্তচরবৃত্তি।

মুসলমানরাও এর মোকাবেলায় উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

খেলাফতে রাশেদার যুগে চিন্তাযুদ্ধ

ইসলামের বিরুদ্ধে চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের সূচনা রাসুলুল্লাহ সা.-এর ইনতেকালের সাথে সাথেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। খলিফা আবু বকর সিদ্দিক[১] রা. সেই পরিস্থিতিতে দৃঢ়তা, তাওয়াক্কুল এবং ঈমানি চেতনার লোমহর্ষক দৃষ্টান্ত পেশ করেন। আর অতি অল্প সময়ে উদ্ভূত সকল ফিতনা নির্মূলে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেন।

খলিফা উমর[২] রা.-এর খেলাফত আমলে ইসলামের দুশমনরা কোনো দিক থেকেই অগ্রসর হতে পারেনি।

তার শাহাদাত-লাভের পর উসমান[৩] রা.-এর খেলাফত-আমলে অগ্নিপূজারি এবং ইহুদিবাদী চক্র একজোট হয়ে ওঠে। যার ফলে হজরত উসমান রা.-এর উপর কালিমা লেপনের অপচেষ্টা চালানো হয় এবং একদল বিভ্রান্ত লোকের হামলায় তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

---

[১] আবু বকর সিদ্দিক রা. : মক্কায় বিখ্যাত কুরাইশ বংশের তাইম গোত্রে আবু বকর রা. হিজরিপূর্ব ৫০ সালে (৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আবু কুহাফা উসমান এবং মাতা উম্মুল খাইর। উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রা. এর পর সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। ইসলামের সেবায় তার জীবন ও সম্পদ সব বিলিয়ে দেন। বিশুদ্ধ আকিদামতে নবীদের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। ইসলামের প্রথম খলিফা। তিনি ছোটবেলা থেকেই পূত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আরবের হাতেগোনা যে কয়েকজন লেখাপড়া জানতেন তিনি ছিলেন তাদের একজন। তার সত্যবাদিতা এবং নবী সা.-এর প্রতি অবিচল বিশ্বাসের কারণে তাকে সিদ্দিক উপাধি দেওয়া হয়। হিজরি ১৩ সনে (২৩ আগস্ট ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি ইনতেকাল করেন। তার খেলাফতকাল ১২ রবিউল আউয়াল ১১ থেকে নিয়ে ২২ জুমাদাল উখরা ১৩ হিজরি পর্যন্ত প্রায় সাতাশ মাস স্থায়ী ছিল। -অনুবাদক

[২] খলিফা উমর রা. : উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর জন্ম হিজরিপূর্ব ৪০ সনে। আনুমানিক ৫৮৬ থেকে ৫৯০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। তার খেলাফতকাল তৃতীয় হিজরির ২২ জুমাদাল উখরা (২৩ আগস্ট ৬৩৪) থেকে নিয়ে শাহাদাতলাভের দিন, অর্থাৎ ২৩ হিজরির ২৬ জিলহজ (৭ নভেম্বর ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত ১০ বছর স্থায়ী ছিল। তার শাসনামলে ইরাক, মিশর, লিবিয়া, সিরিয়া অঞ্চল, পারস্য, খোরাসান এবং পূর্ব এশিয়া মাইনর অর্থাৎ প্রায় ২২ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা ইসলামি খেলাফতের অধীনে চলে আসে। তার ন্যায়পরায়ণতা প্রবাদতুল্য। -অনুবাদক

[৩] উসমান রা. : উসমান বিন আফফান রা. ছিলেন নবী সা.-এর জামাতা এবং ইসলামের তৃতীয় খলিফা। ২৩ হিজরি (৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে শাহাদাতের দিন ১২ জিলহজ ৩৫ হিজরি (৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত প্রায় ১২ বছর তিনি খেলাফতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উসমান রা. এর নেতৃত্বে ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামি রাজত্ব ফারেস (বর্তমান ইরান) এবং ৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে খোরাসান (বর্তমান আফগানিস্তানের কয়েকটি অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছিল। ৬৪০ এর দশকের মধ্যে আর্মেনিয়া বিজয় শুরু হয়েছিল। তিনি আনুমানিক হিজরতপূর্ব ৪৭ সনে মক্কায় অথবা তায়েফে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। -অনুবাদক

খলিফা আলি মুরতাযা[১] রা.-এর যুগে ওইসব ষড়যন্ত্রের রেশ ধরেই জঙ্গে জামাল[২] এবং জঙ্গে সিফফিনের[৩] মতো মর্মান্তিক পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়।

অবশেষে খলিফা আলি রা.-এর উত্তরসূরি হজরত হাসান[৪] রা.-এর নজিরবিহীন ত্যাগের বদৌলতে মুসলমানরা একযোগে হজরত মুয়াবিয়া[৫] রা.-কে এককভাবে খলিফা মেনে নেন এবং তারই ফলে বিজয়াভিযানের নবযুগ সূচিত হয়।

উমাইয়া[৬] ও আব্বাসি[৭] খেলাফত আমলে

মুয়াবিয়া রা.-এর মৃত্যুর পর হুসাইন[১] রা.-কে একটা ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে কারবালাপ্রান্তরে শহিদ করে দেওয়া হয়। এবং মুসলমানরা এক ভয়ানক গৃহযুদ্ধের ঘেরাটোপে আটকে পড়ে।

---

[১] আলি রা. : আলি বিন আবি তালিব রা. ছিলেন নবী সা.-এর চাচাতো ভাই, জামাতা এবং ইসলামের চতুর্থ খলিফা। তার জন্ম হিজরিপূর্ব ২৩ সনের ১৩ রজব (১৭ মার্চ, ৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দ)। শাহাদাত লাভ করেন ৪০ হিজরির ২১ রমজান (২৭ জানুয়ারি, ৬৬১)। -অনুবাদক

[২] জঙ্গে জামাল : জঙ্গে জামাল বা উটের যুদ্ধ, ৩৬ হিজরির ১৩ জুমাদাল উলা (৭ নভেম্বর, ৬৫৬) ইরাকের বসরায় সংঘটিত হয়। এটি ইসলামের ইতিহাসে প্রথম গৃহযুদ্ধ। এটা ছিল ইসলামের চতুর্থ খলিফা আলি রা. এর বিরুদ্ধে তালহা, যুবায়ের ও আয়েশা রা. এর সম্মিলিত যুদ্ধ। যুদ্ধে আলি রা. জয়ী হন। -অনুবাদক

[৩] জঙ্গে সিফফিন বা সিফফিনের যুদ্ধ : যুদ্ধটি খলিফা আলি ও মুয়াবিয়া রা. এর মধ্যে সংঘটিত হয়; বর্তমান সিরিয়ার রাক্কা নগরীর আশপাশে ফোরাত নদীর তীরে সিফফিন নামক স্থানে। ৩৭ হিজরির ৮ সফর থেকে ১০ সফর যুদ্ধ হওয়ার পর উভয় পক্ষে সালিশির মাধ্যমে বিবাদ নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। -অনুবাদক

[৪] হাসান রা. : হাসান রা. ছিলেন নবী সা.-এর দৌহিত্র। আলি ও ফাতিমা রা. এর জ্যেষ্ঠপুত্র। অনেকের মতে তিনি ইসলামের পঞ্চম খলিফা। আমিরুল মুমিনিন আলি রা. এর শাহাদাতের পর ৪০ হিজরির শেষদিকে কুফায় খেলাফতের মসনদে আসীন হন। এর মাত্র ছয় মাস পর সন্ধির মাধ্যমে মুয়াবিয়া রা. এর হাতে খেলাফতের দায়ভার হস্তান্তর করে মদিনায় চলে আসেন। তার জন্ম তৃতীয় হিজরির ১৫ রমজান (১ ডিসেম্বর ৬২৪)। ৪৯ বা ৫০ হিজরিতে তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়। তার কবর মদিনার জান্নাতুল বাকিতে অবস্থিত। -অনুবাদক

[৫] মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রা. : রাসুলুল্লাহ সা.-এর ওহি-লেখক প্রখ্যাত সাহাবি। নবীজির শ্যালকও। ৬০ হিজরির ২২ রজব তিনি ইনতেকাল করেন। খেলাফতের মসনদে আসীন ছিলেন ৬৬১ থেকে ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই ২৫ বছরের খেলাফতকালে পর্তুগাল থেকে চীন এবং আফ্রিকা থেকে ইউরোপ পর্যন্ত ৬৫ লাখ বর্গমাইল অঞ্চল ইসলামের পতাকাতলে চলে আসে। -অনুবাদক

[৬] উমাইয়া খেলাফত : মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের একটি শাখা গোত্র হল বনু উমাইয়া বা উমাইয়ার বংশধর। ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান রা. এর খেলাফত লাভের মধ্য দিয়ে উমাইয়া-পরিবার প্রথম ক্ষমতায় আসে। তবে আমির মুয়াবিয়া রা. কর্তৃক পুত্র ইয়াযিদকে খলিফা নিযুক্ত করার দ্বারা বনু উমাইয়া বংশীয় শাসনতান্ত্রিক ধারার সূচনা ঘটে। সাহাবি মুয়াবিয়া রা. থেকে নিয়ে শেষ উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান পর্যন্ত মোট ১৪ জন শাসক ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইসলামি দুনিয়া শাসন করেন। এদের রাজধানী ছিল দামেশক। অন্যদিকে স্পেনের কর্ডোভাতেও ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। -অনুবাদক

[৭] আব্বাসি খেলাফত : রাসুলুল্লাহ সা.-এর আপন চাচা আব্বাস রা. এর বংশীয় লোকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলে বলে এই খেলাফতকে আব্বাসি খেলাফত নামে অভিহিত করা হয়। উমাইয়াদের কাছ থেকে ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে আব্বাসি খেলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৩১ হিজরি (৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে নিয়ে ৬৫৬ হিজরি (১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত মোট ৩৭ জন আব্বাসি খলিফা ইসলামি জাহান শাসন করেন। এ বংশের প্রথম খলিফা আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ। আর শেষ খলিফা আল-মুতাসিম। -অনুবাদক

উমাইয়া আমলে কুরআন মাজিদ, নবীচরিত এবং হাদিস শরিফের উপরও খ্রিষ্টান পাদরিদের পক্ষ থেকে নানা ধরনের আপত্তি উত্থাপনের ঘটনা ঘটে। কিন্তু এতে করে মুসলমানদেরকে মোটেই প্রভাবিত করা যায়নি।

আব্বাসি আমলে শরয়ি জ্ঞানবিজ্ঞানের উপর দর্শন ও যুক্তিবিজ্ঞানের হামলা পরিচালিত হয়। খলিফা মামুন[২] দর্শনের রাশি রাশি বইপত্র গ্রিস থেকে বাগদাদ আনান এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অনুবাদ করিয়ে প্রচার করেন।

যদ্দরুন মুসলিম আলেমদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রিকদর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিভ্রান্তির শিকার হন এবং মুতাযিলা[৩] নামে এক নতুন উপদলের উদ্ভব ঘটে।

কিন্তু ইমাম আহমাদ[৪] বিন হাম্বল, ইমাম আবুল হাসান আশআরি[৫] এবং ইমাম গাজালি[৬] রহ. এর ন্যায় বরেণ্য আলেম অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে এই ফিতনার মোকাবেলা করেন। যদ্দরুন দর্শনপ্রেমীরা ময়দান থেকে পিছপা হতে বাধ্য হন।

চৈন্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক হামলাকারীদের ব্যর্থতার কারণসমূহ

এই দীর্ঘ মেয়াদকালে বুদ্ধিবৃত্তিক হামলাকারীরা সাধারণভাবে ব্যর্থই থেকে যায়। তাদের মোকাবেলায় মুসলমানদের সফলতা লাভের কারণগুলো নিম্নরূপ :

১. মুসলমানদের আল্লাহ, রাসুল সা. এবং কুরআন ও হাদিসের সাথে সম্পর্ক মজবুত ছিল।

---

[১] হুসাইন রা. : হুসাইন রা. রাসুলুল্লাহ সা.-এর দৌহিত্র। আলি ও ফাতিমা রা. এর দ্বিতীয় পুত্র। তার জন্ম চতুর্থ হিজরির ৩ শাবান (৮ জানুয়ারি ৬২৬) মদিনায়। ১০ মহররম ৬১ হিজরিতে (১০ অক্টোবর ৬৮০) ইরাকের কারবালায় তার নির্মম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। -অনুবাদক

[২] খলিফা মামুন : আবু জাফর আবদুল্লাহ আল-মামুন বিখ্যাত আব্বাসি খলিফা হারুনুর রশিদের দ্বিতীয় পুত্র। সপ্তম আব্বাসি খলিফা। তার জন্ম ৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে। তিনি ৮১৩ থেকে ৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত খেলাফতের মসনদে আসীন ছিলেন। -অনুবাদক

[৩] মুতাযিলা : ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের একটা বাতিল ফিরকার নাম মুতাযিলা। ফিরকাটি কারণ ও যুক্তি-আলোচনার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। ইমাম হাসান বসরির বিভ্রান্ত শিষ্য ওয়াসিল ইবনে আতাকে (৭০০-৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দ) মুতাযিলা মতবাদের জনক গণ্য করা হয়। পবিত্র কুরআনকে মাখলুক তথা সৃষ্ট বলার দরুন মতবাদটি তীব্রভাবে নিন্দিত ও সমালোচিত। -অনুবাদক

[৪] ইমাম আহমাদ : ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শাইবানি রহ. ইসলামের একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রখ্যাত ইসলামি আইন ও হাদিসবিশারদ। ইসলামের প্রচলিত চার মাজহাবের একটি হাম্বলি মাজহাব, যা তারই ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও মূলনীতির ভিত্তিতে গঠিত। মুসলিমবিশ্বে ইমাম আহমাদ 'শাইখুল ইসলাম' উপাধিতে পরিচিত। তার জন্ম ও মৃত্যু যথাক্রমে ৭৮০ ও ৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে। -অনুবাদক

[৫] আবুল হাসান আশআরি রহ. : ইমাম আবুল হাসান আলি বিন ইসমাইল বিন ইসহাক আল-আশআরি ছিলেন একজন আরব, সুন্নি মুসলিম। সুপণ্ডিত, ধর্মতত্ত্ববিদ এবং প্রচলিত আশআরি মতবাদ বিষয়ক ধর্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা, যা তার সময়সহ পরবর্তীতে ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মতাত্ত্বিক মতবাদ হয়ে ওঠে। তার জন্ম ৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে বসরায়। মৃত্যু ৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে। -অনুবাদক

[৬] ইমাম গাজালি রহ. : ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আহমাদ আল-গাজালি ১০৫৮ খ্রিষ্টাব্দে খোরাসানের তুস নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বনন্দিত শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, যুক্তিবিদ, তর্কশাস্ত্রবিদ, ফকিহ, সুফি ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা। ১১১১ খ্রিষ্টাব্দে তুস নগরীতেই তিনি ইনতেকাল করেন। -অনুবাদক

২. বুদ্ধিবৃত্তিক হামলাকারীরা জ্ঞানে দুর্বল ছিল। পক্ষান্তরে মুসলমানদের জ্ঞানে গভীরতা নিহিত ছিল।
৩. রাজনৈতিক বিজয় মুসলমানদের করতলগত ছিল।
৪. সে যুগে মুসলিম শাসকবর্গের ধর্মীয় সম্ভ্রমবোধ পূর্ণ জাগ্রত ছিল এবং তারা নিজেদের দীন ও ঈমানের প্রশ্নে সীমাহীন সচেতন ছিলেন।
৫. অনেক সময় মুসলমানদের সদ্ভাব ও সচ্চরিত্রতায় প্রভাবিত হয়ে খোদ হামলাকারীরাই ইসলাম গ্রহণ করে বসত।